ছোটোদের আশারায়ে মুবাশশেরা

(দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবির সংক্ষিপ্ত জীবনী)

মুহাম্মাদ আব্দুল হাকিম

প্রকাশকের কথা

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর প্রথম অবতীর্ণ হওয়া ওহি ছিল জ্ঞানার্জনের বিষয়ে। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, শিক্ষার গুরুত্ব কতটা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের মনোযোগ ছিল অত্যধিক এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জীবনের সূচনাকাল যৌবনে গভীর জ্ঞান অর্জন করা হলেও শিশুকালে লব্ধ জ্ঞানের প্রভাব পরবর্তী জীবনের ওপর অনেক বেশি পড়ে। তাই মক্তব, প্রাথমিক মাদরাসা বা স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানচর্চা। তাই শিশুদের শিষ্টাচার ও মানবিক গুণাবলি শেখাতে মুসলিম শিক্ষাবিদরা যুগে যুগে নানানরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) রচিত ‘মুকাদ্দিমাতুল ইবনে খালদুন’গ্রন্থে ‘শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোরতা ক্ষতিকর’নামে একটি অধ্যায় আছে। এতে তিনি বলেন, ‘সেবক ও শিক্ষকদের কঠোরতার ফলে ছাত্রদের মনও কঠোর ও রূঢ় হয়ে পড়ে। অতঃপর অলসতা ও মিথ্যা বলার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এমনিভাবে প্রাথমিক অবস্থায় কঠোরতা ও রূঢ়তার ফলে ধীরে ধীরে একটি জাতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।’ (ইবনে খালদুন, আল মুকাদ্দিমা, ৭৪৩)

আজকের শিশু আগামী দিনে জাতির কর্ণধার। তাকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব পালনে পরিবারের সদস্যদের সতর্ক হতে হবে। দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে মা-বাবাকে। কেন না হাদিসে নববিতে এসেছে, ‘প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি বা খ্রিষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়।’ (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, মিশকাত)

অনেক সময় আমরা শিশুদের ভুলাতে, থামাতে কিংবা শান্ত করতে বলে থাকি ‘এটা কিনে দেবো, ওটা কিনে দেবো’, কিন্তু বাস্তবে তা আদৌ করি না। যে ওয়াদা পূরণের ইচ্ছা নেই, তা করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। এতে শিশুর

মস্তিষ্কে প্রতারণার চরিত্র ধারণ করবে। সহজেই শিখে নেবে প্রতারণা। তাই এসব মিথ্যা ওয়াদা করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা শেখাতে হবে পরিবারেই। বড়োকে শ্রদ্ধা, ছোটোকে স্নেহ করার মানসিকতা তৈরি করে দিতে হবে পরিবার থেকেই। যে মানুষ যত বড়ো, সে তত বিনয়ী—শিক্ষা দিতে হবে বিনয়-নম্রতার এই মহান গুণ। প্রতিবেশী, গরিব-দুঃখীদের সাথে মিশতে দিতে হবে।

শিশুরা গল্প শুনতে ভালোবাসে। আজগুবি গল্প না বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী, সাহাবায়ে কেরামের সাথে ঘটে যাওয়া শিশুদের উপযোগী নানা ঘটনা, ইসলামী মনীষীদের হৃদয়কাড়া গল্প শুনিয়ে ইসলামের প্রতি গভীর ভালোবাসা বদ্ধমূল করে দিতে হবে।

সূচি পত্র

- সাহাবি শব্দের অর্থ - ১৩
- সাহাবি হওয়ার তিনটি শর্ত - ১৩
- সাহাবিদের মর্যাদা - ১৪
- সাহাবি চেনার উপায় - ১৪
- সাহাবিদের যুগ - ১৫
- সাহাবিদের সংখ্যা - ১৫
- হজরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু - ১৭
- হজরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু - ২১
- হজরত উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু - ২৫
- হজরত আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু - ২৯
- হজরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু – ৩৪

সাহাবি শব্দের অর্থ

‘সাহাবি’ শব্দটি আরবি ভাষায় ‘সুহবত’ শব্দের একটি রূপ। এক বচনে সাহেব বা সাহাবি এবং বহুবচনে ‘সাহাবা’ ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ সঙ্গী, সাথি, সহচর, একসাথে জীবন-যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী।

ইসলামি পরিভাষায় ‘সাহাবা’ শব্দটি দ্বারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান সঙ্গী সাথিদের বুঝায়। একবচনে সাহেব ও বহুবচনে ‘সাহাবা’ ছাড়া ‘আসহাব’ এবং ‘সাহব’-ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাহাবি সেই ব্যক্তি, যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইমান সহকারে সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন।

সাহাবিদের মর্যাদা

সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে স্তরভেদ থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী যুগের কোনো মুসলমানই সাহাবিদের সমান নন, তা তিনি যত বড়ো জ্ঞানী, গুনী ও সাধক হন না কেন।

তাঁরা হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতের মধ্যে প্রথম মধ্যসূত্র। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচয়, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, মোটকথা দ্বীনের সবকিছুই তাদের সূত্রে জানার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে দ্বীনের মূলভিত্তি ধসে পড়বে।

তাঁদের হিজরত, জিহাদ, সাহায্য, আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয়, দ্বীনের ব্যাপারে উপদেশ, ইমান ও ইয়াকিনের দৃঢ়তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁরা কেয়ামত পর্যন্ত অতুলনীয়।

সাহাবি হওয়ার তিনটি শর্ত

১) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইমান থাকতে হবে।

২) ইমানের অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।

৩) ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ইমান আছে, তাঁর সাথে সাক্ষাৎও হয়েছে, কিন্তু ইসলামের উপরে থেকে মৃত্যুবরণ করেননি, তাহলে তিনি সাহাবি হবেন না।